Q. মালয় ও চীনের সম্পর্ক।

→ চীনের সঙ্গে মালয়ের সম্পর্ক প্রাক্‌-ইতিহাস পর্ব থেকে বিদ্যমান, চীনা ইতিহাস গ্রন্থ '<u>History of the Liang Dynasty</u>' (502-556 AD) তে মালয়ের প্রাচীন রাজ্য <u>লঙ্কাসুক</u>-এর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে খ্রি. ষষ্ঠ শতকে অন্তত চারবার লঙ্কাসুক-এর রাজারা চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন এটাই হল চীনা ইতিহাসে মালয়ের প্রথম উল্লেখ, সপ্তদশ শতকের মালাক্কার মালয় কাহিনী (Malay Amnlas) তে মালয় উপদ্বীপের চীনাদের প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব মিলিয়ে এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে আনুমানিক <u>1456</u> খ্রি. চীন সম্রাট মালাক্কার সুলতান <u>মনসুর শাহের</u> সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল।

ঊনিশ শতকের শুরু থেকেই টিন ও রবারের সন্ধানে অগণিত চীনা এখানে এসেছে। তারা মূলত চীনের <u>কোয়াংটুং</u> এবং <u>ফুকিয়েন</u> প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে মালয়ের <u>পেনাং</u>, <u>সিঙ্গাপুর</u> এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন <u>মালয়</u> রাজ্যগুলিতে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসকল প্রবাসী চীনাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হাক্কাস ও তিওচুস সম্প্রদায়ের। আবার তিওচুসদের মধ্যে অনেকেই ছিল ধীবর জাতি। যেসব চীনারা মালয়ে এসে বসবাস স্থাপন করেছিল তারা অনেকেই ছিল শিক্ষিত এবং লোকা হিসেবে ছুতো, দোকানদার ও ছোট ছোট আবাদি জমির মালিক ছিল। মালয়ের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই ছিল চীনাদের করায়ত্ত। ক্ষেত খামার, খনি, ব্যাঙ্ক, রাবার বাগিচা, সবক্ষেত্রেই তাদের দেখা যেত, চিকিৎসক, মোরগি পালন, শুকর পালন, আমলাতন্ত্র, শিক্ষক, ঠিকাদার, গ্রন্থবিক্রেতা, আইনজীবি, হিসাব, নোবিশ, ছুতোর, ধীবর ইত্যাদি সকল পেশাতেই তাদের অবাধ আনাগোনা ছিল, ঐতিহাসিক উইনস্টেড এর ভাষায় — "<u>Without the chinese, Malay. habing no Sumplus population of unemployed Malayas. Could never have developed.</u>"

সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মালয়েশিয়ার ইতিহাসে দুটি প্রবণতা খুব স্পষ্ট। প্রথমত, ভারত ও চীনের মতো দুটি বিরাট সভ্যতা কেন্দ্রভূমি থেকে সমদূরে মালয়ের ভৌগলিক অবস্থান তাই এই দুই সভ্যতা নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ এখানে অনুভূত হয়েছে, শুধুমাত্র দুই দেশের বণিক সম্প্রদায় নয় এমনকি সুদূর আরব দেশের বণিকরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং বসতি গড়েছে, দ্বিতীয়ত, একথা মনে রাখতে হবে যে মূলত চীনের প্রভাব ছিল রাজনৈতিক এবং ভারতের প্রভাব ছিল সাংস্কৃতিক, চীন ছিল এক বাহু পরাক্রান্ত শক্তি, চীনের পরাক্রমকে মালয় স্বীকার করেছে, তারা কোন না কোন সময় চীনকে রক্ষাকর্তা ভেবেছে. কিন্তু চীনের কনফুসীয় রাষ্ট্রদর্শন ও জীবনশিক্ষা এবং তাও মতবাদ মালয় গ্রহণ করেনি, ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে যেমন গিয়েছিল মানুষজনকে ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছিল, ঠিক তেমনই বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম মালাইদের। আবার উইনস্টেডের মতে মালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল স্থায়ী, গভীর ও সুদূরপ্রসারী, সে তুলনায় চৈনিক সভ্যতার প্রভাব ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ।